জাতিসংঘ সাপ্তাহিক সংবাদ সংক্ষেপ

সংখ্যা – ডিসেম্বর ২০০৯/০১

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র,ঢাকা

সংবাদ শিরোনাম ঃ

* ভূমি মাইনে ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতি নজর দিতে উচ্চপদস্থ জাতিসংঘ কর্মকর্তার আহবান
* উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে প্রতিবন্ধীদের ক্ষমতায়ন একটি গুরুত্বপুর্ণ বিষয়- বান কি-মুন
* ২০১০ সালে বিশ্ব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ২.৪ শতাংশ বাড়তে পারে, তবে পুনরুদ্ধার এখনো 'নড়বড়ে'-জাতিসংঘ
* মসজিদের মিনার নির্মাণের ওপর সুইডেনের নিষেধাজ্ঞা " সুস্পষ্টরূপে বৈষম্যমুলক" – জাতিসংঘ মানবাধিকার প্রধান

ভূমি মাইনে ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতি নজর দিতে উচ্চপদস্থ জাতিসংঘ কর্মকর্তার আহবান

৪ঠা ডিসেম্বর– রাষ্ট্রসমুহ অবশ্যই নারী, শিশু ও আদিবাসী জনগণসহ বিপন্ন পরিস্থিতিতে ভূমি মাইনে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য করার জন্য প্রচেষ্টা জোরদার করবে। জাতিসংঘের একজন উচ্চপদস্থ মানবাধিকার কর্মকর্তা একথা বলেন।

গতকাল কলাম্বিয়ার কার্টাগেনা শহরে ভূমি মাইনের ওপর এক সম্মেলনে মানবাধিকার বিষয়ক ডেপুটি হাই কমিশনার কিয়ং-ঘা কাং বলেন "সত্যিকারের মাইনমুক্ত বিশ্ব প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করা হয়েছে।"

" তবে এখনও আমাদের সামনে অনেক চ্যালেঞ্জ রয়েছে যে সব ক্ষেত্রে আশু ও দৃঢ় পদক্ষেপ প্রয়োজন।"

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে অবশ্যই অস্ত্রের শিকার ব্যক্তিদের প্রতি নজর দিতে হবে। মানব-বিধ্বংসী মাইন ব্যবহার, মজুত, উৎপাদন এবং হস্তান্তর নিষিদ্ধকরণ ও তাদের ধ্বংস সাধন বিষয়ক চুক্তির রাষ্ট্রপক্ষগুলোর দ্বিতীয় পর্যালোচনা বৈঠকে তিনি একথা বলেন। এ চুক্তি অটোয়া চুক্তি নামেও পরিচিত।

গত বছর ভূমি মাইনে ৫,০০০ মানুষ হতাহত হয়। ভূমি মাইন পুতার কয়েক দশক পরও মানুষ এর বিস্ফোরণে মৃত্যবরণ করে ও বিকলাঙ্গ হয়ে যায়। গতকাল মিজ কাংয়ের ভাষণের দিন আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবসও ছিল।

তিনি আরো বলেন, "প্রতিদিন সারাবিশ্বে ভূমি মাইনে ক্ষতিগ্রস্ত অসংখ্য মানুষ তাদের জীবন ও মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সংগ্রাম করে চলেছে।"

তিনি যেসব দেশ অটোয়া চুক্তি স্বাক্ষর করেছে তাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার লংঘন হওয়াসহ বেসামরিক জনগণের ওপর ভূমি মাইনের যেসব নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে তা বিবেচনা করতে।

আমরা আশা করি প্রতি বছর ক্ষতিগ্রস্তের সংখ্যা ব্যাপকহারে হ্রাস পেতে থাকবে এবং ভূমি মাইনে ক্ষতিগ্রস্ত বেঁচে যাওয়া সব নাগরিক যাতে মর্যাদা, সম্মান ও ভবিষ্যতের আশা নিয়ে তাদের জীবন পুনর্নির্মাণ করতে পারে রাষ্ট্র সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।"

কলাম্বিয়াতে সপ্তাহব্যাপী সফরকালে ডেপুটি হাই কমিশনার ইকুয়েডর ও পেরুর সীমান্তবর্তী শহর দক্ষিণ-পুর্বাঞ্চলীয় ডিপার্টমেন্ট পুটোমেয় সফর করেন। যেখানে তিনি ভূমি মাইনে ক্ষতিগ্রস্তদের অবস্থা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেন। আজই কলাম্বিয়াতে তার সফরের শেষ দিন।

মানবাধিকার এবং পরবর্তী দুবছর সহযোগিতা জোরদার করার বিষয়ে তিনি রাজধানী বগোটায় উধ্বর্তন কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করেন।

উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে প্রতিবন্ধীদের ক্ষমতায়ন একটি গুরুত্বপুর্ণ বিষয়- বান কি-মুন

৩ ডিসেম্বর–জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি মুন বলেছেন, বিশ্বের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে চাইলে অবশ্যই বিশ্বের ৮০ কোটি প্রতিবন্ধীসহ সবার জীবনমানের উন্নয়ন করতে হবে। আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস উপলক্ষে দেওয়া বিবৃতিতে তিনি এ কথা বলেন।

এক বার্তায় তিনি বলেন, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বহু ধরনের অসুবিধার মুখে পড়তে হয়। কেননা তারা সমাজের সবচেয়ে দরিদ্র ও বঞ্চিত জনগণ।

তিনি আরও বলেন, তার পরও তারা কঠোর প্রচেষ্টার মাধ্যমে মানবজাতির সবক্ষেত্রে উচ্চ আসন অর্জন করেছে।

এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য হচ্ছে প্রতিবন্ধীদের সঙ্গে নিয়ে সহস্রাব্দ উন্নয়ন (এমডিজি) লক্ষ্য অর্জন। এমডিজি হচ্ছে ২০১৫ সালের মধ্যে দারিদ্র্য, ক্ষুধা ও অন্যান্য সামাজিক ব্যধি অর্ধেকে নামিয়ে আনার লক্ষ্য নির্ধারণ করা। বান কি মুন বলেন, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা যখন উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে এবং নেতৃত্ব দেয় তখন তাদের এই সম্পৃক্ততা সবার জন্যই সুযোগ বয়ে আনে।

ওই লক্ষ্যসমুহ নিয়ে আগামী সেপ্টেম্বরে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। এ ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি বলেন, ‘এমডিজি’র জন্য বার্তা স্পষ্ট: প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও জনগোষ্ঠীকে আমাদের উদ্যোগের কেন্দ্রে সম্পৃক্ত করলে উন্নয়নমুলক বিষয়গুলোর যে অগ্রগতি হবে এটি প্রমাণিত।’

মহাসচিব জাতিসংঘের ঐতিহাসিক প্রতিবন্ধী অধিকার চুক্তি বাস্তবায়নের এবং একে বিশ্বজনীনরূপ দানের আহ্বান জানান। গত বছর প্রনীত এই চুক্তিকে তিনি ‘এ ব্যাপারে (এমডিজি) এগিয়ে যাওয়ার অন্যতম গুরুত্বপুর্ণ উপকরণ’ বলে আখ্যায়িত করেন।

জাতিসংঘের প্রতিবন্ধী অধিকার বিষয়ক কমিটি এ দিনটিকে আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। ওই চুক্তি প্রণয়ন হবার পর থেকে এ পর্যন্ত কি কি কাজ হয়েছে তা তুলে ধরার সুযোগ এনে দিয়েছে এ দিবস। একই সঙ্গে আরও কি কি অগ্রগতি অর্জন করতে হবে তা তুলে ধরে এ দিবস।

গোষ্ঠীটি আইনের চোখে প্রতিবন্ধীদের সমান অধিকারের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেছে। কেননা এটি অন্যতম ক্ষেত্র যেখানে আরও অগ্রগতি অর্জন করতে হবে।

এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল বিষয়ক জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশন (এসক্যাপ) আজ এ অঞ্চলে প্রতিবন্ধীদের জন্য গৃহীত পদক্ষেপসমূহকে স্বাগত জানিয়েছে। একই সঙ্গে কমিশন এও বলেছে যে, সরকার ও দাতাসংস্থাগুলো এমডিজি নিয়ে কাজের ক্ষেত্রে এখনো প্রতিবন্ধীদের বিষয়কে অবহেলা করছে।

এসক্যাপ’র অ্যালাস্টায়ার উইলকিনসন বলেন, দারিদ্র নিরসনে যদি আমরা আন্তরিক হই তাহলে এমডিজির প্রতিবেদনে প্রতিবন্ধীদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। কেননা অন্যদের তুলনায় তারাই বেশি দরিদ্র হতে চলেছে।

দিবসটি পালন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে প্যানেল আলোচনা ও চলচ্চিত্র উৎসব। এ ছাড়া প্রতিবন্ধীদের অধিকারের পক্ষে প্রচারের জন্য ও এসব বিষয়ে মানুষকে সংবেদনশীল করতে নানা কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে শিশুদের জন্য চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা। নেপালের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের কার্যালয় (ওএইচসিএইচআর-নেপাল) এ কর্মসুচির আয়োজন করেছে।

২০১০ সালে বিশ্ব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ২.৪ শতাংশ বাড়তে পারে, তবে পুনরুদ্ধার এখনো ‘নড়বড়ে’-জাতিসংঘ

২ ডিসেম্বর–জাতিসংঘ আজ বলেছে, বিশ্ব অর্থনীতি আগামী বছর আবার আগের অবস্থায় ফিরে আসবে। সে সময় বিশ্বে প্রবৃদ্ধির হার

হবে ২ দশমিক ৪ শতাংশ। তবে সতর্ক করে এও বলেছে, ভুল নীতি গ্রহণ করলে আগের চেয়ে দ্বিগুণ ধ্বস নামতে পারে।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক দপ্তরের (ডিইএসএ) উন্নয়ন নীতি ও বিশে-ষণ বিষয়ক পরিচালক রব ভস বলেন, 'আমরা এখনো ঝুঁকিমুক্ত নই।' আগামী মাসে 'বিশ্বের অর্থনৈতিক অবস্থা ও সম্ভাবনা ২০১০' (ডবি-উইএসপি) শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশের আগে তিনি এ কথা বললেন।

অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে ২০০৮ সালের শেষদিক থেকে বিশ্বব্যাপী ব্যাপক হারে উদ্দীপনামুলক প্যাকেজ ঘোষণাকে স্বাগত জানানো হয়েছে জাতিসংঘ প্রতিবেদনে। এতে অন্তত কাজের ক্ষেত্র বৃদ্ধি ও বেসরকারি খাত চাঙ্গা না হওয়া পর্যন্ত এ ধরনের উদ্দীপনামুলক প্যাকেজ চালিয়ে যাওয়ার সুপারিশ করা হয়।

জাতিসংঘ প্রতিবেদনে বলা হয়, বিশ্ব বাণিজ্য, শিল্প উৎপাদন, সম্পদের মুল্য ও বিশ্বব্যাপী ঋণ তহবিলে ধ্বসের পর এটি একটি চমৎকার ঘুরে দাড়ানো। অর্থনীতিতে ওই ধ্বসের কারণে ২০০৯ সালের প্রথমদিকে বিশ্ব অর্থনীতি নতুন করে মহাসংকটের মুখে পড়ার ঝুঁকিতে ছিল।'

এতে আরও বলা হয়, ২০০৯ সালের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বেশ কিছু দেশে ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি লক্ষ্য করা গেছে এবং তৃতীয়ার্ধে তারা সংকট কাটিয়ে ওঠার পর্যায়ে রয়েছে। কেননা বছরের শুরুর দিকে ধ্বসের কারণে ২০০৯ সালে বিশ্বে মোট উৎপাদন ২ দশমিক ২ শতাংশ কমে যাবে বলে ধারণা করা হয়েছিল। '

প্রতিবেদনে সতর্ক করে বলা হয়, 'এ পুনরুদ্ধার সবক্ষেত্রে সমানভাবে হচ্ছে না এবং টেকসই প্রবৃদ্ধির অবস্থা এখনো নড়বড়ে।' এতে বলা হয়, প্রতিষ্ঠানগুলো প্রধানত আবার তাদের সরঞ্জাম জোগাড় করতে শুরু করেছে, কিন্তু বড় ধরনের ভোক্তা বা বিনিয়োগকারীর চাহিদা অনুযায়ী সাড়া দিতে পারেনি।
প্রতিবেদনে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাপক ধ্বস থেকে অন্যদের ঝুঁকিতে পড়ার আশঙ্কার কথা তুলে ধরা হয়। সেক্ষেত্রে বাইরে থেকে বিশাল অংকের ঋণ নিলে মার্কিন ডলারের মান পড়ে যাওয়ার প্রেক্ষিতে নতুন করে অর্থনৈতিক অস্থিরতা দেখা দিতে পারে।

নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে মি. ভস সাংবাদিকদের বলেন, আবারো ডলারের পতন নিয়ে আমাদের খুব বেশি উদ্বেগের কিছু নেই। আমাদের চিন্তা অস্থিরতা নিয়ে। এটি বাজারকে অস্থিতিশীল করবে এবং বাজার ঋণ সরবাহের ক্ষেত্রে আরো বেশি অনীহা প্রকাশ করবে।'

প্রতিবেদন অনুযায়ী, উন্নয়নশীল দেশগুলোতে আগামী বছর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি শক্তিশালী হবে, বিশেষ করে চীন ও ভারতে। এ দুটি দেশে যথাক্রমে ৮ দশমিক ৮ ও ৬ দশমিক ৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি আশা করা হচ্ছে।

তবে এই প্রবৃদ্ধিকে দারিদ্র্য নিরসনে অগ্রগতি বলে মনে করা ঠিক হবে না।

অন্যদিকে ২০১০ সালে কিছু উন্নয়নশীল দেশে মাথাপিছু আয় কমে যেতে পারে, কিছু দেশ আবার ৩ শতাংশ বা তার বেশি প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে পারে। দারিদ্র্য নিরসনের জন্য ন্যুনতম এ পরিমাণ প্রবৃদ্ধি অর্জনটা জরুরি।

২০১০ সালের ১৫ জানুয়ারি পুরো প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে। ডিইএসএ, জাতিসংঘের বাণিজ্য ও উন্নয়ন বিষয়ক সম্মেলন (আঙ্কটাড) ও জাতিসংঘের পাঁচটি আঞ্চলিক কমিশন যৌথভাবে প্রতি বছর ডবি-উইএসপি প্রকাশ করে থাকে।

মসজিদের মিনার নির্মাণের ওপর সুইডেনের নিষেধাজ্ঞা " সুস্পষ্টরূপে বৈষম্যমুলক" - জাতিসংঘ মানবাধিকার প্রধান

১লা ডিসেম্বর- জাতিসংঘ মানবাধিকার প্রধান আজ নতুন মিনার তৈরির ওপর সুইডিশ সরকারের নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন। একে একটি বৈষম্যমুলক ও গভীর বিভেদ সৃষ্টিকারী পদক্ষেপ হিসেবে আখ্যায়িত করে তিনি বলেন এ ধরনের পদক্ষেপ দেশটিকে আন্ত জার্তিক অধিকার রক্ষায় তার দায়-দায়িত্ব ও তার অবস্থানের ক্ষেত্রে এক 'মুখোমুখি অবস্থানে' দাঁড় করায়।

" আমি একটি গণতান্ত্রিক ভোটকে নিন্দা জানাতে দ্বিধা করি , কিন্তু সুইজারল্যান্ডসহ অন্যান্য দেশে বিদেশী- বিরোধি ভীতি-সৃষ্টিকারী এ ধরনের রাজনৈতিক প্রচারাভিযান যা এ ধরনের সিদ্ধান্ত প্রণয়নে সহায়তা করে তাকে নিন্দা জানাতে আমার আদৌ কোন দ্বিধা নেই।"

মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশানার নাভি পিল-াই একথা বলেন।

রোববার এ বিষয়ের ওপর অনুষ্ঠিত এক গণভোটের ফলাফল থেকে এ নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। সুইজারল্যান্ডের সরকার এ গণভোটকে সমর্থন করেনি। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে তিনি একথা বলেন।

মিজ পিল-াই বলেন এমন একটি স্থাপনা নির্মাণ নিষিদ্ধ করা যা কেবলমাত্র একটি ধর্মের সাথে সম্পর্কিত তা সুস্পষ্টভাবে বৈষম্যমূলক।

তিনি বলেন যে রাজনীতিবিদেরা এ প্রস্তাবটি আনেন তাদের কেউ কেউ দাবী করেন এতে ইসলাম বা মুসলমানদের টার্গেট করা হয়নি। অন্যান্যরা বলেন মিনার তৈরির ওপর নিষেধাজ্ঞা জাতীয় অঙ্গীভূতকরণ তরান্বিত করবে। যেখানে একটি ধর্মের প্রতীককে টার্গেট করা হচ্ছে সেখানে এ ধরনের দাবী অমূলক ।

হাই কমিশনার আরো বলেন যে এ ধরনের নিষেধাজ্ঞা " বৈষম্যমূলক, গভীরভাবে বিভেদ সৃষ্টিকারী এবং সুইজারল্যান্ডের জন্য দুর্ভাগ্যজনক পদক্ষেপ এবং এ ধরনের পদক্ষেপ দেশটিকে আন্তজার্তিক মানবাধিকার অধিকার রক্ষায় তার দায়-দায়িত্ব ও তার অবস্থানের ক্ষেত্রে এক 'মুখোমুখি অবস্থানে' দাঁড় করায়।

গতকাল ধর্মীয় স্বাধীনতা বা বিশ্বাস বিষয়ক বিশেষ রেপোর্টিয়ার আসমা জাহাঙ্গীর ভোট এবং সুইজারল্যান্ডের মুসলমানদের ওপর এর নেতিবাচক প্রভাবের বিষয়ে অনুতাপ প্রকাশ করেন।

তিনি বলেন, " প্রকৃতপক্ষে মিনার নির্মাণের ওপর নিষেধাজ্ঞা একজনের ধর্মকে প্রকাশের স্বাধীনতার ওপর অন্যায্য নিষেধাজ্ঞা এবং সুইজারল্যান্ডের মুসলমান কম্যুনিটির সদস্যদের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট বৈষম্য।"

** ** **